## ❖ বশিষ্ঠাশ্রমে দিলীপের সঙ্গে বশিষ্ঠের কথোপকথন।

আসমুদ্র পৃথিবীর অধিপতি হলেও  পুত্রহীনতার কারণে মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন রাজা দিলীপ। তাই পুত্র কামনায় প্রজাপতি ব্রহ্মার অর্চনা করে উপায় অন্বেষণের জন্য সস্ত্রীক কুলগুরু বশিষ্ঠাশ্রমের তপোবনে সমাগত হয়েছিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার সময় তপোবনে সমাগত হয়ে গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ বন্দনা করেছিলেন রাজদম্পতী।

পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর অথর্ব-বেদবিদ্ ঋষিকে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ রাজা বলেছিলেন যে, তাঁর আশীর্বাদে দৈবী বা মনুষ্য কোনো বিপদই স্পর্শ করতে পারে না। তাই সপ্তাঙ্গ রাজ্য কুশলেই আছে। প্রত্যক্ষলক্ষ্যভেদী শরের মত বশিষ্ঠ প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত। যথাকালে রাজ্যে বৃষ্টিপাতাদি হয় বলে, নিরাতঙ্ক হয়ে নিরুপদ্রবে শতবর্ষ আয়ু নিয়ে প্রজারা বসবাস করে। কিন্তু রাণী সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্র না হওয়ায় অনন্ত রত্নপ্রসবিনী বিশাল পৃথিবী ও তাঁকে সুখ প্রদান করে না। পিতৃপুরুষগণ পুত্রাভাবে পিণ্ডলোপের আশায় নিশ্চয় ক্রন্দন করেন। লোকালোকে পর্বত যেমন বাইরে আলোকজ্জ্বল হলেও অভ্যন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তেমনি অবস্থা আজ রাজা দিলীপের।অতএব পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ থেকে যাতে তিনি মুক্তি লাভ করেন সেই উপায় অন্বেষণের অনুরোধ করেছেন মহারাজ।

রাজার মানসিক যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে এর কারণানুসন্ধানে রত হলেন ঋষি বশিষ্ঠ। পুত্রলাভের প্রতিবন্ধকতার কারণ অবগত হয়ে তিনি বলেন- পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করে রাজা যখন মর্তালোকে প্রত্যাগমন করছিলেন, তখন কল্পবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত কামধেনু সুরভিকে তিনি যোগ্য অভিবাদনাদি করেন নি। ঋতুস্নাতা মহিষীর চিন্তায় নিরত থাকার জন্যই পূজ্যপূজায় ব্যাঘাত ঘটেছে। সেই কারণে সুরভি তাকে

অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন– 'যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করলে, তাই আমার কণ্যার আরাধনা না করলে তুমি পুত্রলাভ করতে পারবে না'। স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনীর স্রোতে দিগ্বারণেরা উদ্দামভাবে ক্রিড়ারত থাকায়, তাদের শব্দে সুরভীর অভিশাপবাণী রাজার শ্রুতিগোচর হয়নি। বরুণদেবের যজ্ঞে হবিদানের নিমিত্ত সুরভি বর্তমানে পাতাললোকে অবস্থান করেছেন, এবং সর্পদের দ্বারা পাতাল গমনের পথ অবরুদ্ধ। এমতাবস্থায় সপত্নীক দিলীপকে পাপ মুক্তির জন্য নন্দিনীকে সেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন কুলগুরু।

এরূপ আলোচনা কালেই নন্দিনী সমাগত হলে, ঋষি রাজাকে জানিয়েছিলেন যে– তাঁর অভীষ্টসিদ্ধি নিকটবর্তী। সর্বদা ফলমূলাদি আহার করে সংযতচিত্তে অনুগমনের দ্বারা নন্দিনীকে প্রসন্ন করার উপদেশ দিয়েছিলেন মহর্ষি। তিনি বলেছিলেন নন্দিনী প্রস্থান করলে মহারাজ ও যেন প্রস্থান করেন, সে অবস্থান করলে তিনিও যেন অবস্থান করেন এবং সে জলপানের পর রাজা যেন জলপান করেন। সুদক্ষিণাকেও পবিত্রভাবে প্রাতঃকালে তপোবনের প্রান্তপর্যন্ত নন্দিনীর অনুগমন ও সন্ধ্যায় প্রত্যুদ্গমনের উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি।

এভাবেই মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথমসর্গে কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহারাজ দিলীপের কথোপকথন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।